DR. Sanchita Banerjee, assistant Prof, YBN University, Ranchi

বাংলা নাটকের উৎপত্তি

বাংলা নাটক বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। নাটক কেবল বিনোদন নয়, এটি বাঙালির সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম, রাজনীতি এবং ঐতিহ্যের এক স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ। বাংলা নাটকের ইতিহাস তিন হাজার বছরের বাঙালি সভ্যতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

বাংলা নাটকের উৎপত্তি

বাংলা নাটকের উৎপত্তি নিয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমে আমাদের ফিরে যেতে হয় প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্যিক ঐতিহ্যের দিকে। সংস্কৃত নাটকের প্রসঙ্গে ভাস, কালিদাস, ভবভূতি প্রমুখ নাট্যকারদের কথা উল্লেখ করা হয়। তবে বাংলা নাটকের সূত্রপাত মূলত মধ্যযুগে, বিশেষত পাল ও সেন আমলে। এ সময়ের নাটক ছিল ধর্মীয় ও পৌরাণিক কাহিনি-নির্ভর।

চর্যাপদ বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন, যা গান এবং নাট্যরূপের সংমিশ্রণ ধারণ করেছিল। যদিও এটি সরাসরি নাটক নয়, তবুও নাট্যশৈলীর প্রাথমিক ছাপ এতে স্পষ্ট। এরপর বৈষ্ণব পদাবলির মাধ্যমে নাটকের ধারা আরও বিকশিত হয়।

ধর্মীয় নাটকের প্রভাব

বাংলা নাটকের প্রাথমিক যুগে ধর্মীয় নাটকের গভীর প্রভাব ছিল। বিশেষ করে বৈষ্ণব আন্দোলনের সময়কালে নাটক ধর্ম প্রচারের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হতো। চৈতন্য মহাপ্রভুর জীবন ও তাঁর ভক্তি আন্দোলন নাটকে প্রভাব ফেলেছিল। প্রহ্লাদ চরিত্র, রাধা-কৃষ্ণের লীলাকথা, এবং পুরাণের কাহিনিগুলি জনপ্রিয় নাটকের উপজীব্য হয়ে ওঠে।

জাত্রা এই সময়ে খুবই জনপ্রিয় হয়। এটি একধরনের নাট্য পরিবেশনা যা মঞ্চের পরিবর্তে খোলা মাঠে পরিবেশিত হত। জাত্রাগুলি মূলত পৌরাণিক কাহিনি, ধর্মীয় উপাখ্যান এবং নৈতিক শিক্ষার ভিত্তিতে রচিত হতো।

আধুনিক বাংলা নাটকের উত্থান

আধুনিক বাংলা নাটকের সূচনা উনিশ শতকে। এই সময়ে ইংরেজি নাট্যরীতির সঙ্গে বাংলা নাটকের পরিচয় ঘটে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা নাটকের আধুনিকতার ভিত্তি স্থাপন করেন। তাঁর রচিত ‘শর্মিষ্ঠা’ এবং ‘কৃষ্ণকুমারী’ নাটক বাংলা নাটকের গতানুগতিক ধারাকে ভেঙে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ বাংলা নাট্যজগতে এক বিপ্লব ঘটান। তাঁর রচিত ও পরিচালিত নাটকগুলি ধর্মীয় কাহিনির পাশাপাশি সামাজিক সমস্যাও তুলে ধরে। তাঁর রচনার মধ্যে 'বিল্বমঙ্গল' , 'চণ্ডীদাস' , 'সিরাজউদ্দৌলা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বাংলা নাটক

বাংলা নাটকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপকার হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি বাংলা নাটককে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করেন। তাঁর নাটকে কেবল বিনোদন নয়, বরং সামাজিক বার্তা, নান্দনিকতা এবং দার্শনিক তত্ত্বের মিশ্রণ দেখা যায়।

'ডাকঘর' , 'রক্তকরবী' , 'চিত্রাঙ্গদা' , 'বিসর্জন' প্রভৃতি নাটকে মানুষের আত্মিক মুক্তি, সামাজিক বৈষম্য এবং জীবনবোধের গভীর দিক তুলে ধরা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের নাটকে সংগীত একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাঁর নাটকের পরিবেশনা নৃত্য ও সঙ্গীতের সঙ্গে সমন্বিত হয়, যা বাংলা নাটকে এক নতুন মাত্রা যোগ করে।

বাংলা নাটকে জাতীয়তাবাদ

উনিশ শতকের শেষে এবং বিশ শতকের শুরুতে বাংলা নাটক একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে ওঠে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদের প্রচারে। 'নীলদর্পণ' (রচনা: দীনবন্ধু মিত্র) নাটক ব্রিটিশ শাসনের নীলচাষিদের উপর অত্যাচার তুলে ধরে। এই নাটক বাংলার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হয়ে ওঠে।

এই সময়ে নাটকের বিষয়বস্তুতে পরিবর্তন দেখা যায়। পৌরাণিক ও ধর্মীয় কাহিনির পরিবর্তে সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি এবং মুক্তিযুদ্ধ নাটকের মূল বিষয় হয়ে ওঠে।

বাংলা নাটকের আঞ্চলিক রূপ

বাংলার গ্রামীণ এলাকায় লোকনাট্যের বেশ কিছু রূপ দেখা যায়। এর মধ্যে জাত্রাপালা, পালা গান, গম্ভীরা, আলকাপ উল্লেখযোগ্য। এই নাটকগুলির মধ্যে সাধারণ মানুষের জীবনযাপন, হাস্যরস, এবং ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা তুলে ধরা হয়।

নাটকের আধুনিক ও সমকালীন রূপ

DR. Sanchita Banerjee, assistant Prof, YBN University, Ranchi

বাংলা নাটকের আধুনিক রূপ বিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে নতুন মাত্রা লাভ করে। এ সময়ে নাটকে বাস্তববাদের প্রবেশ ঘটে। বদরুদ্দীন হোসেন, সেলিম আল দীন, মমতাজউদ্দীন আহমদ, উৎপল দত্ত প্রমুখ নাট্যকাররা বাংলা নাটকের আধুনিক রূপ তৈরি করেন।

বর্তমান সময়ে নাটকে শুধুমাত্র মঞ্চ নয়, বরং চলচ্চিত্র এবং টেলিভিশনের মাধ্যমেও নাটকের বিষয়বস্তু তুলে ধরা হচ্ছে। এ ছাড়া আন্তর্জাতিক থিয়েটার আন্দোলনের প্রভাবও বাংলা নাটকে পড়েছে।

নাটক ও বাঙালির সমাজজীবন

বাংলা নাটক শুধুমাত্র একটি শিল্পমাধ্যম নয়; এটি বাঙালির জীবনের প্রতিচ্ছবি। সমাজের বিভিন্ন সময়ের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তন নাটকের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।

নাটকের মাধ্যমে বাঙালি তার চিন্তাধারা, আবেগ, প্রতিবাদ এবং সৃষ্টিশীলতার প্রকাশ ঘটিয়েছে। এটি একদিকে বিনোদনের মাধ্যম, অন্যদিকে সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার।

উপসংহার

বাংলা নাটক বাঙালির সংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এর ঐতিহ্য প্রাচীন হলেও এটি সবসময়ই সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিজেকে নতুন রূপে উপস্থাপন করেছে। পৌরাণিক কাহিনির নাটক থেকে শুরু করে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, সমাজের বাস্তব চিত্র এবং আধুনিক দার্শনিক নাটক—বাংলা নাটকের বিবর্তন বাঙালির ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং আত্মপরিচয়ের ধারক।